পাঠকের মতামত

UNIX OS-কে এখনও চূড়ান্ত স্বীকৃতি দেয়া হয়নি

–বিসিসি

বাংলাদেশ কমিপউটার কাউন্সিল (বিসিসি) মূলতঃ দেশে যুগসই তথ্য প্রযুক্তি প্রসারের জন্য নীতি নির্ধারণী সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এ কর্ম সম্পাদনার্থে এবং তথ্য প্রযুক্তি প্রসারের ভৌত কাঠামো গড়ে তোলার নিমিত্তে সরকারের নিকট হতে কিছু মঞ্জুরী পায়। যদিও বিসিসি আইন ১৯৯০ প্রবর্তনের মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল গঠন করেছেন তবু এখনও বিসিসি তার জন্ম পর্যায়েই রয়ে গেছে। বিসিসি'র সাংগঠনিক এবং ভৌত কাঠামো প্রণয়ন পর্যায়ে রয়েছে। দেশে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার প্রসারের জন্য বিসিসি কর্তৃক প্রণীত কিছু প্রকল্প বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। আর্থিক ও দক্ষ জনবল সংকটের কারণে বিসিসি তার সঠিক গতিধারায় অগ্রসর হতে পারছে না। সচেতন জনসাধারণ বিসিসি'র নিকট হতে অনেক কিছু আশা করে এবং বিসিসি সে সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন রয়েছে। জনসাধারণের কাংখিত আশা পূরণার্থে বিসিসি বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন করছে। বিসিসি আইন ১৯৯০ অনুসারে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার প্রসারের নিমিত্তে Catalytic Agent বা সাহায্যকারী সংস্থা হিসেবে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে সাধ্যমত সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির প্রসারের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ পেশ করেছে এবং আরো কিছু সুপারিশও বর্তমানে পেশের অপেক্ষায় আছে।

সাবেক রাষ্ট্রপতির কমপিউটার বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ মোঃ রফিকুজ্জামান এবং কয়েকটি বড় বড় কমপিউটার কোম্পানীর ইচ্ছায় UNIX OS কে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে মানসম্মত করা হয়েছে বলে কমপিউটার পেশাজীবি কর্তৃক যে মন্তব্য করা হয়েছে তা আদৌ সঠিক নয়। বিভিন্ন সরকারী সংস্থা এবং পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন সমূহের কমপিউটারায়নের জন্য Computer Systems and Standard কি হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কে উপদেশ দেয়ার জন্য কমপিউটার পেশাজীবি এবং প্রশাসকদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের একটি উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কমপিউটারায়নের বিভিন্ন দিক পর্য্যালোচনা করে সেই উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক সরকারী ও পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন সমূহে (যেখানে সবচেয়ে বেশী সুবিধা/লাভজনক) UNIX OS গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে তবে বাধ্যবাধকতামূলকভাবে কারো উপর চাপিয়ে দেয়া হয়নি। বিসিসি শুধুমাত্র তাদেরকে সাহায্য ও উপদেশ দিচ্ছে। National Standard হিসেবে UNIX OS-কে বিসিসি এখনও চূড়ান্ত স্বীকৃতি দেয়নি তবে সুপারিশ করেছে এবং পর্যালোচনা করছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে UNIX OS-কে Defacto Standard হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। UNIX OS ছাড়াও DOS এবং MAC OS-কে উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিসিসি সুপারিশ করছে। DOS এবং MAC সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সুবিধাদি (প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) দেশে প্রচুর পরিমানে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু UNIX সংশ্লিষ্ট সুবিধাদী যথেষ্ট পরিমানে বিদ্যমান না থাকার কারণে বিসিসি বিদেশী প্রশিক্ষক নিয়োগ করে UNIX এর উপর In -house প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। বিসিসি'র প্রশিক্ষণ প্রচেষ্টা মূলত এডহক ভিত্তিক এবং তাঁর নিজস্ব প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। স্থানীয়ভাবে কমপিউটার সংশ্লিষ্ট যে সকল প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এখনও গড়ে উঠেনি সে সকল বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা বিসিসি গ্রহণ করতে যাচ্ছে। Cost-effective সমাধানের মাধ্যমে কিভাবে সহজ উপায়ে কমপিউটারায়ন করা যায় সে সম্পর্কে বিসিসি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রেরণা ও উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে

অনেকে মন্তব্য করেছেন যে, কমপিউটারায়নের ব্যাপারে বিসিসি পলিসি গাইড লাইন প্রবর্তন করে দেশে কমপিউটারায়নের গতিকে মন্থর করে তুলেছে। এটা আদৌ সঠিক নয়। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এমন অনেক মাইক্রো ভেণ্ডার আছেন যারা Mid-range Office Automation বা Minirange System স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিত সমর্থন দিতে না পারা সত্ত্বেও একে অন্যের সাথে মূল্য সংকোচনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। যার ফলে বাজার ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং তারা বিসিসি কর্তৃক প্রণীত পলিসি গাইড লাইনকে দায়ী করে থাকেন। -

এস বি চৌধুরী
সিষ্টেম এনালিষ্ট
বিসিসি, ঢাকা।

বিসিসি উপমহাদেশের সবচেয়ে বেশী কোর্স ফি নিচ্ছে

মাসিক কমপিউটার জগৎ এর জুন '৯১ সংখ্যা পড়লাম। এখানে চিঠিপত্র কলামে জনাব আবদুস সামাদের লেখা 'বিসিসির কোর্স ফি ৬গুণ বেশী' লেখাটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে কমপিউটার জগৎ-এর সম্পাদক, পাঠকদের ও বিসিসির অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, উক্ত লেখায় সিঙ্গাপুরের GNP Per Capita বলা হয়েছে ৮,৪৭৬ মার্কিন ডলার। এটা সম্ভবতঃ ১৯৮৯ এর পরিসংখ্যান। আমার জানা মতে বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী সিঙ্গাপুরের GNP Per Capita ১২,৭১৮ মার্কিন ডলার। এবং আমাদের দেশের GNP Per Capita ১৭৯ মার্কিন ডলার। যা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এদেশে আয়ের হার শম্বুক গতিতে চললেও সিঙ্গাপুরে কমপিউটার ও উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে প্রবৃদ্ধির হার কমপিউটার গতিতে বাড়ছে। উপরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে বিসিসির কোর্স ফি দাড়াচ্ছে ৬ গুণের স্থলে ৭,৭৬ গুণ অর্থাৎ প্রায় ৮ গুণ বেশি।

এই সাথে আমি কমপিউটার জগৎ-এর পাঠকদের আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ ভারতের কোলকাতার কয়েকটি কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারের 'ফি' সম্বলিত খবরের পেপার কাটিং পাঠাচ্ছি। যা থেকে বোঝা যাবে যে, বিসিসির কোর্স ফি এই উপমহাদেশের মধ্যে সব থেকে বেশী।

কোলকাতা থেকে প্রকাশিত আনন্দবাজার গ্রুপের 'পাক্ষিক সানন্দা' পত্রিকার জুলাই ১ম পক্ষের সংখ্যায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী কোলকাতার ট্রেনিং সেন্টারের 'ফি' এর হার পরিস্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে বিসিসির চেয়ে অনেক অনেক কম। আর বিশেষজ্ঞদের পরামর্শমত দেশে প্রশিক্ষক তৈরী না করে বিসিসি বিদেশ থেকে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষক এনে উচ্চ হারে ফি নিয়ে কেন প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তাও বোধগম্য নয়।

কমপিউটার জগৎ-এর জুলাই সংখ্যায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীর চমৎকার ও তথ্যনির্ভর সাক্ষাৎকার পড়ে খুব ভাল লাগলো।

ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী তার পুরো সাক্ষাৎকারেই বারবার বলেছেন যে বিসিসি (সরকার বলতেও বিসিসি, কারণ এটাই একমাত্র সংস্থা, যেটা দেশে কমপিউটারায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত) দেশে কমপিউটারায়নের জন্য যা যা করা উচিৎ ছিল তা করছে না। দেশের ভিতরে যে সব মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি আছেন, তাদের জন্য সম্মিলিতভাবেও কিছু করা হচ্ছে না।

আমি, এদেশের একজন নাগরিক, বিসিসির কাছ থেকে এর ব্যাখ্যা দাবী করছি। গত ২/৩ বছরে বিসিসি দেশে ট্রেনিং, কন্ট্রোলিং ও বিদেশ ভ্রমণ ছাড়া

পাক্ষিক সানন্দার খবরের ছবি

কি করেছে? দেশ ও ব্যাপক জনগোষ্ঠির জন্য তারা কি কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন? সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কমপিউটারায়নের জন্য, ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে কমপিউটার জ্ঞানকে দ্রুত সম্প্রসারন ও জনপ্রিয়করণের জন্য বিসিসির অবদান কোথায়? দেশের কমপিউটার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ, পরিকল্পনা মতে বিসিসি কি করেছে? ডাটা এন্ট্রি, সফটওয়্যার রপ্তানী ইত্যাদি বিষয়ে বিদেশে কোন মেলা বা বাংলাদেশের মেধা সম্পন্ন কৃতিমানদের একত্রিতকরনের জন্য কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন?

দেশে প্রতিবছর একটি "জাতীয় বিজ্ঞান মেলা" অনুষ্ঠিত হয়। সেটার মতো সারাদেশ ব্যাপী সহজেই "জাতীয় কমপিউটার মেলা" করা যায়। এর ফলে দেশে দ্রুত কমপিউটারায়ন হবে বলে আমার বিশ্বাস। এতে ব্যবসায়ী, গবেষক, ছাত্র ও ব্যবহারকারী সবাই উপকৃত হবে এবং এটার মাধ্যমে দেশের মেধাসম্পন্ন ছাত্র/ছাত্রীসহ অন্যান্যদের কাজ দেখে প্রয়োজনে বিদেশের মাটিতে মেলা করা যেতে পারে। ফলশ্রুতিতে দেশের বিরাট অংকের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেরও সম্ভাবনা রয়েছে। ভারত, সিঙ্গাপুর, হংকং, শ্রীলংকার মতো দেশগুলো যেভাবে কমপিউটারায়নে এগিয়ে গেছে, সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার 'প্রযুক্তি উদ্যান' করছে সেটা শুধুমাত্র সম্ভব হয়েছে সরকারী একাগ্রতা ও আন্তরিক উদ্যোগেই, অন্ততঃ প্রাথমিক পর্যায়ে তো বটেই।

তাছাড়া দেশের পত্রিকা, রেডিও, টিভির মতো জনপ্রিয় প্রচার মাধ্যমে দেশব্যাপি কমপিউটারায়নের জন্য স্কুল/কলেজ পর্যায়েও পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। যেমন, কমপিউটার জগৎ পত্রিকার ২/৩টি পৃষ্ঠায় স্কুলের/ কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কমপিউটারের সাধারণ জ্ঞান, ট্রেনিং বিষয়ে তাদের জ্ঞানদান নিয়মিতভাবে করা যায়। যেমন ভারতের প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকায় সরকারীভাবে কমপিউটারকে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ২/৪ পৃষ্ঠা স্পনসর করা হয়। যেটা বিসিসি, স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড অথবা যে কোন বিক্রয়কারী করতে পারেন। যাতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণও কমপিউটারের বিষয়ে এখনই জানতে পারে। বিসিসি এসব বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ/উপদেশ/পরিকল্পনা দিতে পারেন। আমরা জানি না যে বিসিসি গত ২/৩ বছর ধরে দেশে কমপিউটারায়নের জন্য কি করছে। অথচ বিসিসি'র প্রতিষ্ঠার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল দেশকে দ্রুত কমপিউটারায়নের জন্য সরকারকে সাহায্য করা, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা ও দেশের মেধাশক্তিকে একত্রিত করা। সেগুলো না করে বিসিসি করেছে কন্ট্রোলিং –যা ক্রমশঃ দেশকে কমপিউটারায়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানের সমস্ত সুযোগ সুবিধা নিয়ে, অফিসকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করে, বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের মতো ঝকঝকে তকতকে আরামদায়ক চেয়ার –টেবিল নিয়ে, মুখে কমপিউটারায়নের বড় বড় বুলি কপচিয়ে সত্যিকার অর্থে দেশকে কমপিউটায়ন করা যাবে না এ সত্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অবিলম্বে অনুধাবন করতে হবে।

রওনক মুন্নী
বাঘমারা, ময়মনসিংহ

সফটওয়্যারের উপর গুরুত্ব দিন

বাংলাদেশের কমপিউটার শিক্ষা ও অগ্রগতায় 'কমপিউটার জগৎ' নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ট পদক্ষেপ রাখতে যাচ্ছে। পত্রিকায় হার্ডওয়্যার-এর প্রাধান্য বেশি। আমার মতে সফটওয়্যার-এর উপর আরো গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। যেমন ধারাবাহিকভাবে 'একটা Language শেখালে অনেক পাঠকই উপকৃত হবে। এছাড়া Artificial Intelligence, Computer Hacking এবং Robotics-এর উপর কিছু ছাপালে খুশী হব

মাহবুব আলী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ষড়যন্ত্র নয় সাধ

"কমপিউটার জগৎ" এর গত তিন সংখ্যায় প্রকাশিত আকর্ষণীয় প্রতিবেদন "জনগনের হাতে কমপিউটার চাই" অত্যন্ত যথোপযুক্ত ও সময়োপযোগী। এর ফলে দেশের সদাশয় সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় ও সংস্থা এবং সর্বোপরি সকল শ্রেণীর সচেতন জনগোষ্ঠী কমপিউটারের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করার আরও বেশি সুযোগ পাবেন। আমরা সাধারণ মানুষ চাই আমাদের সকল উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দূর করে বাংলাদেশে কমপিউটারায়নের পথ মসৃন হয়ে উঠুক। এখানে ষড়যন্ত্র নয় বরং সাধ আর সাধ্যের সমন্বয়ে এগিয়ে যাই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির জগতে।

মোঃ শাহ্জালাল (সি, আ, এ্যা)
মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মংলা, বাগেরহাট।

সরকারী উদ্যোগ চাই

বাংলাদেশের সকল স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কমপিউটারায়ন করা দরকার। সেই সঙ্গে উন্নত প্রযুক্তির আমদানী করা দরকার। কারণ সারা বিশ্ব যেখানে কমপিউটারের সাহায্যে প্রচুর উন্নতি করছে সেখানে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশে কমপিউটার প্রযুক্তিকে অবহেলা করে বসে থাকার কোন অবকাশ নেই। যদিও এক সঙ্গে সবকিছু করা সম্ভব নয়, তবুও আমাদের একে একে সকল বাঁধা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে। বেসরকারী পর্যায়ে কমপিউটারকে জনগণের দোড় গোড়ায় আনা সম্ভব নয়। সরকারকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের প্রশ্ন সারা পৃথিবীতে যেখানে কমপিউটারের এত আধিপত্য, সেখানে বাংলাদেশে কেন এক্ষেত্রে সরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না?

মোঃ মাহবুব জামান (বিদ্যুত)
আজিমপুর, ঢাকা।

ছাত্রদের উৎসাহ দেয়ার ম্যাগাজিন

কমপিউটার সম্বন্ধে উৎসাহ দেয়ার একমাত্র দেশী পত্রিকা **'কমপিউটার জগৎ'** প্রকাশের জন্য এর সাথে জড়িত সকলকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার ধারণা পত্রিকাটি স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীসহ সকলকেই কমপিউটার সম্বন্ধে উৎসাহ প্রদান করবে। এই পত্রিকার মাধ্যমে সকলেই কমপিউটার সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবে বলে আমার ধারণা। বিটিভি কর্তৃক প্রচারিত 'বিন্দু থেকে সিন্ধু'-এর মতো ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্যাকেজ সফটওয়্যার (যেমন, WS-4,WP, LOTUS 1-2-3, dBase III + ইত্যাদি) ব্যবহারের উপর লেখা আবশ্যই প্রয়োজন। কারন এ লেখা প্রয়োজনীয় ও স্বল্প প্রকাশনার ফলে সৃষ্ট সমস্যার ক্ষেত্রে সমসাময়িক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে অত্যন্ত সহায়ক হবে।

মোঃ রফিকুল ইসলাম
কলা বাগান, ঢাকা।